দুই টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

হাইকোর্ট ফরম নং-(জে)৩

মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম।

জেলা- ঢাকা।

মোকাম অর্থঋণ আদালত নং ৬, ঢাকা

উপস্থিতঃ মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত নং-৬, ঢাকা।

রায়ের তারিখঃ ০২/০৪/২০২৬ খ্রিঃ।

<u>অর্থঋণ মোকদ্দমা নং ৫২৭/২০২৫।</u>

ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, বিজয় নগর শাখা, ঢাকা -----বাদীপক্ষ।

-বনাম-

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড গং ৮ জন -----------------বিবাদীপক্ষ।

চূড়ান্ত শুনানীর তারিখ সমূহ ৭/১/২০১৯ খ্রিঃ; ৯/১/২০২০ খ্রিঃ; ২/২/২০২১ খ্রিঃ; ২৯/১১/২১ খ্রিঃঃ ২৭/৩/২২ খ্রিঃঃ ২০/৪/২২ খ্রিঃঃ ২৯/১০/২৩; ও ১৭/৬/২৫ খ্রিঃ।

জনাব নিরুপম দত্ত অপু ---------------বাদীপক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেট।

জনাব শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন

--------বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেট।

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা

<u>অতঃপর নথি অদ্য রায় প্রস্তুতের জন্য নেয়া হলে আদালত নিম্নলিখিত</u>

<u>রায় প্রদান করেন:</u>

অত্র মামলা অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী দায়েরকৃত, যার মাধ্যমে বাদী পক্ষ ৩১/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯৮,৪১,৫৩৮.২৬/- (আটানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার বাঁচশত আটত্রিশ টাকা ২৬ পয়সা) পাওনা আদায়ের ডিক্রী প্রার্থনা করেছেন।

বাদী পক্ষ বিগত ১২/২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অর্থঋণ আদালত নং-৩, ঢাকা তে উক্ত মামলা দায়ের করেন, যা অর্থঋণ মামলা নং ৩৪/২০১৭ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা জজ, ঢাকা মহোদয়ের বিগত ১৯/০৬/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের ৫৮৫/১(৫)/(প্রশাঃ) নং প্রশাসনিক আদেশক্রমে মামলাটি অত্র আদালতে বদলী করা হলে এটি অর্থঋণ মামলা নং ৫২৭/২০২৫ হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়।

<u>বাদীর মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ</u>

১) অত্র মামলার বাদী ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, বিজয়নগর শাখা যা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে, ১-৩ নং বিবাদীও উক্ত আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানি সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও এর এর আগারগাঁও শাখার ব্যবস্থাপক, ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ১-৩ নং বিবাদীগণ এলসি (Letter of Credit) ইস্যুকারী ব্যাংক, অপরদিকে ৪-৬ নং বিবাদী "মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস" নামের একটি অংশিদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং পার্টনার ও ওয়ার্কিং পার্টনার স্বত্বাধিকারী এবং একইসঙ্গে বাদী ব্যাংকের হিসাবধারী, ঋণগ্রহীতা ও তর্কিত এলসি এর বেনিফিসিয়ারী।

২) "মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস" (বিক্রেতা) ও মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স (আবেদনকারী/ক্রেতা) এর মধ্যে ১৭/১/২০১২ ও ৯/২/২০১২ তারিখে ২ টি প্রো-ফর্মা ইনভয়েস সম্পাদিত হয় এবং উহার মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স (আবেদনকারী/ক্রেতা)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ০২ টি

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প

দুই টাকা

ঋণপত্র (Letter of Credit) খোলা হয়। উক্ত এলসি-এর বিপরীতে স্থানীয় বিল ও মূল ঋণপত্র বাদী ব্যাংকে প্রেরণপূর্বক বিল ক্রয়ের আবেদন করা হলে, বাদী ব্যাংক প্রাপ্ত ডকুমেন্টসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে সেগুলোর সত্যতা ও সঙ্গতি নিশ্চিত হয়। পরবর্তীতে বিলটি একসেপ্টেন্স (Acceptance) বা স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১নং বিবাদী ব্যাংক এর নিকট প্রেরণ করা হয়।

৩) ১ নং বিবাদী উক্ত ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর তা পর্যালোচনা করে বাদী ব্যাংকের রপ্তানিকারকের সরবরাহকৃত পণ্য আমদানিকারক কর্তৃক গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন এবং রপ্তানি বিলের মূল্য পরিশোধের জন্য ম্যাচুরিটি তারিখ নির্ধারণপূর্বক স্বীকৃতিপত্র (Acceptance Letter) প্রদান করেন ও বাদী ব্যাংকে প্রেরণ করেন। বাদীপক্ষ আরজী সংশোধন করে আরও বলেন যে, ৭ ও ৮ নং বিবাদী রপ্তানি বিলের মূল্য পরিশোধের জন্য ম্যাচুরিটি তারিখ নির্ধারণপূর্বক

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

স্বীকৃতিপত্রে (Acceptance Letter) স্বাক্ষর প্রদান করেন ফলে এই ৭/৮ নং বিবাদী উক্ত এলসি বিলের মূল্য পরিশোধের জন্য একক ও যৌথভাবে দায়ী থাকবে।

৪) পরবর্তীতে ৪ নং বিবাদীর অনুরোধে ১ নং বিবাদীর ইস্যুকৃত এলসি ও একসেপ্টেন্সের ভিত্তিতে বিলটি LAABS (Loan against Acceptable Bills) হিসেবে গ্রহন করে ও ৪ নং বিবাদীর নামীয় চলতি হিসাবে জমা করে। উক্ত ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে ৪ নং বিবাদীর পক্ষে ৫-৬ নং বিবাদী লেটার অব ইনডেমনিটি, লেটার অব ডিসবারসমেন্ট, লেটার অব রিভাইভাল, লেটার অব কন্টিনিউয়েশন, "হাইপোথিকেশন অব গুডস টু সিকিউর আ ডিমান্ড ক্যাশ ক্রেডিট ওভারড্রাফট/লোন একাউন্ট" এবং "ডিড অব এগ্রিমেন্ট" সহ বিভিন্ন চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করেন।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

৫) এরপর বাদী ব্যাংক বিবাদী ব্যাংক বরাবর ও ৪-৬ নং বিবাদী বরাবর তাগাদা স্বত্বেও বাদী ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেননি। ফলে বাদী ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে তাগাদাপত্র প্রেরণ করে, সর্বশেষ ৬/১১/২০১২ ইং তারিখে চূড়ান্ত তাগাদাপত্র প্রদান করে পাওনা পরিশোধের অনুরোধ জানায়। তদুপরি, ৫/১/২০১৭ ইং তারিখে বাদী ব্যাংক লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করিয়া পাওনা পরিশোধের আহবান জানায়; কিন্তু বিবাদীগণ উক্ত পাওনা পরিশোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

৬) বিবাদীগণের ঋণ পরিশোধে গড়িমসি ও অনীহার কারণে দীর্ঘদিন অগ্রগতি না হওয়ায় বর্তমানে ৩১/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বাদী ব্যাংকের মোট বকেয়া সুদ-সহ পাওনা দাঁড়ায়

৭) বিবাদীগণের ঋণ পরিশোধে গড়িমসি ও অনীহার কারণে দীর্ঘদিন অগ্রগতি না হওয়ায় বর্তমানে ৩১/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বাদী ব্যাংকের মোট বকেয়া সুদ-সহ পাওনা দাঁড়ায় ৯৮,৪১,৫৩৮.২৬/- (আটানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা ২৬ পয়সা)

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প

দুই টাকা

টাকা। বিবাদীগণ আইনত ও ন্যয়ত উক্ত টাকা পরিশোধে বাধ্য। বিবাদীগণ কর্তৃক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক উক্ত বকেয়া ঋন আদায়ের নিমিত্তে অত্র মামলা দায়ের করেন।

৮) অপরদিকে ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে, অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে প্রকারে রক্ষনীয় নয়; মামলা দায়েরে কোন কারন উদ্ভব হয়নি; মামলাটি তামাদিতে বারিত এবং পক্ষদোষে দুষ্ট। অত্র বিবাদগণ তর্কিত ঋনের কোন গ্রহীতা বা বন্ধকদাতা বা জামিনদার না হওয়া স্বত্বেও অত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছে। অত্র বিবাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো, মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স (আবেদনকারী/ক্রেতা)-কখনো ১ নং বিবাদী ব্যাংকে এলসি খোলার আবেদন করেননি কিংবা তর্কিত এলসির Acceptance প্রদান করেননি। বাদী ব্যাংকের গ্রাহক ৪-৬ নং বিবাদী বাদী ব্যাংকের [illegible]

কর্মকর্তাগনের সহিত যোগসাজসক্রমে ও জালিয়াতির আশ্রয়ে তর্কিত এলসির কাগজাদি সৃজন করেছে। অত্র বিবাদীপক্ষের ১ নং বিবাদী ব্যাংকের শাখা একটি নন এডি শাখা হওয়ায় হেড অফিসের অনুমতি ব্যতিত কোন এলসি খোলা সম্ভব নয়। বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন এর শর্ত লঙ্ঘন করে এবং ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের সহিত কোন যোগাযোগ না করে ৪ নং বিবাদী কে টাকা পরিশোধ করায় ১-৩ নং বিবাদীগণ উক্তঋন পরিশোধে বাধ্য নন।

অতএব, উক্ত তর্কিত এলসি সমূহ ৩ নং বিবাদী ব্যাংক কর্তৃক খোলা হয়নি এবং বাদী ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও ৪ নং বিবাদীর যোগসাজসে জাল কাগজপত্র সৃজনপূর্বক প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। ফলে ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে দায় আরোপের কোন আইনগত ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নেই। অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৫) ধারার

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

বিধান মোতাবেক অত্র মামলা ১-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে আইনত অচল, অগ্রহণযোগ্য ও খারিজযোগ্য।

৯) অপরদিকে ৪-৬ নং বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে, অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে প্রকারে রক্ষনীয় নয়; মামলা দায়েরে কোন কারন উদ্ভব হয়নি; মামলাটি তামাদিতে বারিত এবং পক্ষদোষে দুষ্ট। ক্রেতা তথা এলসি এর আবেদনকারী গ্রিন প্রিন্টার্স কে মামলার পক্ষভুক্ত করা হয়। বর্তমান মামলাটি হতু Uniform Customs and Practice for Documentary credit (UCPDC)-600 এর সংশ্লিষ্ট বিধি দ্বারা বারিত বলেও দাবী করেন। সোনালী ব্যাংকের নিকট অর্থ দাবী না করে এই বিবাদীদের পক্ষভুক্ত করাটা সঠিক হয়নি বলে দাবী করেন। এই বিবাদীগন কোন বাদী ব্যাংক বরাবর কোন সিকিউরিটি ডকুমেন্ট সম্পাদন করেননি। Uniform Customs and Practice for Documentary credit (UCPDC)-600 এর বিধান অনুযায়ী বাদীপক্ষ কেবলমাত্র

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা

১-৩ নং বিবাদীপক্ষ থেকে এই বিলের অর্থ দাবী করতে পারেন এবং ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ এই বিলের টাকা বাদীপক্ষ বরাবর পরিশোধ করতে বাধ্য। সর্বোপরি এই ৪-৬ নং বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষকে টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য নয়।

বিচার্য বিষয় সমুহঃ

১৫) উভয়পক্ষের আরজি ও জবাব পর্যালোচনায় মোকদ্দমাটি সুষ্ঠ বিচার ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্মোক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ গঠন করা হলোঃ

১) অত্র মামলা বর্তমান আকারে প্রকারে রক্ষনীয় কিনা?

২) অত্র মামলা দায়েরের কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা?

৩) অত্র মামলা তামাদিতে বারিত কিনা?

৪) বাদী ব্যাংক পক্ষ বিবাদীগনের নিকট হতে দাবিকৃত টাকা পাবার হকদার কিনা?

৫) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রী পাবার হকদার কিনা?

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

১৬। মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা : মোঃ মাসুদুল ইসলাম (P.W.1)| সাক্ষ্যগ্রহণ কালে P.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী ১-১৫ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে, ১-৩ নং বিবাদীপক্ষে মোঃ মাসুদ কামাল (D.W.1) সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষ দলিলাদি প্রদর্শনী ক ও খ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

অপরদিকে ৪-৬ নং বিবাদীপক্ষে মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (উ.ড.৩) সেবে সাক্ষ্য প্রদান করলেও কোন দলিলাদি প্রদর্শনী চিহ্নিত হয়নি।

বাদীপক্ষের সাক্ষী মোঃ মাসুদুল ইসলাম (P.W.1) এবং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী মোঃ মাসুদ কামাল (D.W.1) ও মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান D.W.3) যথাক্রমে আরজি ও জবাবের বক্তব্য হুবহু অনুসমর্থন পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করেন।

১৭) বিচার্য বিষয় নং ১-৩: "অত্র মামলা বর্তমান আকারে প্রকারে রক্ষনীয় কিনা?" + "অত্র মামলা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা?" + "অত্র মামলা তামাদিতে বারিত কিনা?"

উভয় পক্ষের দাখিলকৃত আরজি, জবাব, এবং নথিতে বিদ্যমান সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গভীর মনোযোগসহ পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীপক্ষ যদিও অত্র মামলা আইনত রক্ষণীয় নয় মর্মে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তথাপি তাহাদের উক্ত আপত্তির পক্ষে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয় নাই। অপরদিকে, বাদী অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে যথাযথভাবে নিবন্ধিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানি এবং আইনত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। বাদী ব্যাংক অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর বিধান অনুসারে বকেয়া ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে অত্র মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

১৮। বাদীপক্ষের দাখিলীয় আরজি অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৬(৪) মোতাবেক শপথপত্রসহ, যথাযথ স্ট্যাম্প ও এডভেলোরেম কোর্ট ফি পরিশোধপূর্বক দাখিল করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট চার্জ ডকুমেন্টসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে। বাদীপক্ষের আরজিতে কোন প্রকার আইনগত ত্রুটি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় নাই। অতএব, আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মামলা বর্তমান আকার ও প্রকৃতিতে স্পষ্টতই রক্ষণীয়। ফলে, বিচার্য বিষয় নং-১ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

১৯। বাদীপক্ষের দাখিলকৃত আরজি ও সংযুক্ত নথিপত্রে বর্ণিত তথ্যাবলী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস" (যা ৫-৬ নং বিবাদী কর্তৃক পরিচালিত হয়)-এর অনুকূলে একটি ঋণপত্র (Letter of Credit) ইস্যু করা হয়। বাদী ব্যাংক প্রাপ্ত সকল প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করিয়া

২ টাকা
বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
২ টাকা

উক্ত বিল একসেপ্টেন্স (Acceptance)-এর জন্য ১ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আগারগাঁও শাখা, ঢাকায় প্রেরণ করেন। ১ নং বিবাদী যথাযথভাবে একসেপ্টেন্স প্রদান করিবার পর ৪ নং বিবাদীর লিখিত অনুরোধক্রমে বাদী ব্যাংক উক্ত বিল ২ টি ২১,২৯,৫৭৫/- (একুশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত পচাত্তর) টাকা ও ২১,২৯,৯২৫/- (একুশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত পঁচিশ) টাকায় ক্রয় করিয়া ৪ নং বিবাদীর হিসাবে জমা প্রদান করেন। এ বিষয়ে ৪ নং বিবাদী প্রয়োজনীয় চার্জ ডকুমেন্ট যেমন লেটার অব ইনডেমনিটি, লেটার অব ডিসবারসমেন্ট, লেটার অব রিভাইভাল, লেটার অব কন্টিনিউয়েশন, "হাইপোথিকেশন অব গুডস টু সিকিউর আ ডিমান্ড ক্যাশ ক্রেডিট ওভারড্রাফট/লোন একাউন্ট" এবং "ডিড অব এগ্রিমেন্ট" সহ বিভিন্ন চার্জ ডকুমেন্ট যথাযথভাবে সম্পাদন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং বি.আর.পি.ডি সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ৩০/০৮/২০০০ ইং-এর

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা

বিধান অনুসারে, স্বীকৃতিদাতা ব্যাংক তথা ১-৩ নং বিবাদীগণ নির্ধারিত মেয়াদে উক্ত বিলের মূল্য পরিশোধে আইনত বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বিবাদীগণ উক্ত বিল মূল্য এবং প্রাপ্য সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হন। বাদীপক্ষ একাধিকবার তাগাদাপত্র ও পরবর্তীতে চূড়ান্ত লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিলেও বিবাদীগণ কোন অর্থ পরিশোধ করেন নাই। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন। এমতাবস্থায় আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট আইনগত কারণ ও ভিত্তি বিদ্যমান। ফলে, বিচার্য বিষয় নং-২ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

২০। বিবাদীপক্ষের দাবি, অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত। তবে বাদীপক্ষের দাখিলকৃত আরজি ও প্রমাণাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীগণ নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বাদী ব্যাংক ৬/১১/২০১২ তারিখে চূড়ান্ত তাগাদাপত্র এবং ৫/১/২০১৭ তারিখে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। বিবাদীগণ তারপরও অর্থ

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

পরিশোধে ব্যর্থ হন বিধায় বাদী ব্যাংক অর্থঋণ মামলা দায়ের করেন। সুতরাং, অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত নয়। ফলে বিচার্য বিষয় নং-৩ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

২১। বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫৪" বাদী ব্যাংক পক্ষ বিবাদীগনের নিকট হতে দাবিকৃত টাকা পাবার হকদার কিনা?" + " বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রী পাবার হকদার কিনা?" আলোচনার সুবিধার্থে এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয় নং ৪ এবং ৫ আলোচনায় একত্রে আনয়ন করা হলো। বাদীপক্ষ বিগত ৩১/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯৮,৪১,৫৩৮.২৬/- (আটানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা ২৬ পয়সা) টাকা আদায়ের জন্য আইনের বিধান মোতাবেক হলফনামাসহ আরজি দাখিল করে অত্র মামলাটি দায়ের করেছেন। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৪) ধারার বিধান মোতাবেক হলফনামাযুক্ত আরজি মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্যযোগ্য।

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

অধিকন্তু বাদীপক্ষ মামলা প্রমাণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা কে (P.W.1) কে উপস্থাপন করেছেন, যিনি আরজি এবং দাখিলী কাগজপত্রের সমর্থনে জবানবন্দি দিয়েছেন।

২২। P.W.1 এর সাক্ষ্য হতে দেখা যায়, ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, বিজয়নগর শাখা, ঢাকা অত্র মামলার বাদী যাহা ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান এবং ৪ নং বিবাদী । মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস) বাদীর গ্রাহক। ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তা, যারা উক্ত নালিশী এলসি/এলডিবিপি বিলের ওপেনিং ব্যাংক। P.W.1 এর সাক্ষ্য হতে আরো দেখা যায়, ১-৩ নং বিবাদী এর গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩ নং বিবাদীর ব্যাংক । সোনালী ব্যাংক, আগারগাঁও শাখা, ঢাকা] ৪ নং বিবাদী মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস এর অনুকূলে ১৭/১/২০১২ খ্রিঃ ও ৯/২/২০১২

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

খ্রি. তারিখে ২ টি স্থানীয় এলসি (যাহার নম্বর-4440412999014) ও (যাহার নম্বর-4440412999025) ইস্যু করে। দাখিলীয় এলসি কপি [প্রদর্শনী- ৩(ক) ও প্রদর্শনী- ৩(গ)] পর্যালোচনায় উহার সত্যতা পাওয়া যায়। P.W.1 এর দাবিমতে, এলসি-সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্টস বাদী ব্যাংকে প্রাপ্ত হলে যাচাই-বাছাই শেষে তা সঠিক প্রমাণিত হয় এবং বাদী ব্যাংক বিলটি একসেপ্টেন্সের জন্য এলসি ওপেনিং ব্যাংক (১ নং বিবাদী) এর নিকট প্রেরণ করে। PW-1 এর সাক্ষ্য হতে আরো প্রতীয়মান হয়, ১ নং বিবাদী এলসি ডকুমেন্ট ও সরবরাহকৃত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে ম্যাচুরিটি ডেট নির্ধারণপূর্বক acceptance প্রদান করে। উক্ত acceptance-এর ভিত্তিতে বাদী ব্যাংক ২ টি ২১,২৯,৫৭৫/- (একুশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত পচাত্তর) টাকা ও ২১,২৯,৯২৫/- (একুশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত পঁচিশ) টাকার এলডিবিপি বিল ক্রয় করে

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা

এবং বিলের অর্থ ৪ নং বিবাদীর চলতি হিসাবে জমা করে। এ সময় ৪ নং বিবাদী পক্ষে ৫-৬নং বিবাদী লেটার অব ইনডেমনিটি, লেটার অব ডিসবারসমেন্ট, লেটার অব রিভাইভাল, লেটার অব কন্টিনিউয়েশন, "হাইপোথিকেশন অব গুডস টু সিকিউর আ ডিমান্ড ক্যাশ ক্রেডিট ওভারড্রাফট/লোন একাউন্ট" এবং "ডিড অব এগ্রিমেন্ট" সহ বিভিন্ন চার্জ ডকুমেন্ট যথাযথভাবে চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় এল সি সংক্রান্ত কাগজাদি তথা এল সি ফরম [[প্রদর্শনী- ৩(ক) ও প্রদর্শনী-৩(গ)]], Acceptance Letter [প্রদর্শনী-৪ (ক) ও ৪ (গ)], বিল অব এক্সচেঞ্জ এর ফটোকপি, পন্য ডেলিভারি চালান এর ফটোকপি, কর্মাশিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট এর ফটোকপি, সার্টিফিকেট অব অরিজিন এর ফটোকপি, বিল ক্রয়ের প্রপোজাল [প্রদর্শনী-৫ ও ৫ (ক)], বেনিফিশিয়ারি সার্টিফিকেট প্রদর্শনী-২ (ত)), পন্য বিক্রয় কনফার্মমেশন পত্র, বিল পরিশোধ তাগাদাপত্র

২ টাকা বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প ২ টাকা
দুই টাকা

ইত্যাদি কাগজাদি পর্যালোচনায় বাদী ব্যাংকের উক্তরূপ দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। দলিলাদি হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, Acceptance প্রদানকারী ব্যাংক (১-৩ নং বিবাদী) নির্ধারিত সময়ে বাদী ব্যাংক কে বিল মূল্য পরিশোধ করেননি এবং ৪ নং বিবাদী বিল ক্রয়ের সুবিধা গ্রহণ করায় সুদ-সহ বিল পরিশোধে আইনত দায়ী হলেও তিনিও কোন পাওনা পরিশোধ করেননি। বিগত ৩১/০১/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বাদী ব্যাংকের সুদ-সমেত মোট পাওনা দাঁড়িয়েছে মোট ৯৮,৪১,৫৩৮.২৬/- (আটানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা ২৬ পয়সা) টাকা, যা বিবাদীগণ আইনত ও ন্যায়ত পরিশোধে বাধ্য মর্মে বাদী পক্ষ দাবি করেন।

২৩) অপরদিকে ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। বাদীপক্ষের উক্তরুপ দাবিকে সম্পূর্ন অস্বীকার করেন। ১-৩ নং বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় জবাব ও সাক্ষী DW-1 এর সাক্ষ্যমতে,

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

অত্র মামলার তর্কিত এলসি (Letter of Credit) ১ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত নয়। এলসি খোলার জন্য যে সকল আবশ্যক কাগজপত্র যেমন-গ্রাহকের লেটারহেডে আবেদন, অফিস নোট, প্রোফরমা ইনভয়েস, মাস্টার এলসি, এলসি ওপেনিং রেজিস্টার, ডিসপ্যাচ রেজিস্টার, কমিশন ও ভ্যাট আদায়ের রেকর্ড ইত্যাদি এসবের কোনোটিই ৩ নং বিবাদী ব্যাংকের রেকর্ডে পাওয়া যায়নি। এমনকি এলসি এডভাইস বা স্বীকৃতিপত্রের (Acceptance) নথিও অনুপস্থিত। ফলে স্বাভাবিক ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় এলসি লেনদেন হয়নি মর্মে দাবি করেন।

২৪) DW-1 এর দাবিমতে বাদীপক্ষের জমাকৃত এলসি, স্বীকৃতিপত্র, ডেলিভারি চালান, ট্রাক রসিদসহ অন্যান্য শিপিং ডকুমেন্টসমূহ ভুয়া, কৃত্রিম ও সৃজিত। মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স কখনোই ৪ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস লি. থেকে কোন

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প

দুই টাকা

মালামাল গ্রহণ করেনি; ট্রাক রিসিপ্টে এর মূল কপি যেমন দাখিল করতে সক্ষম হয়নি তেমনিভাবে ট্রাক রিসিপ্ট এর একটিতে ড্রাইভারের স্বাক্ষর থাকলেও অন্যটিতে নেই। এছাড়া কোন স্বাক্ষরের নিচে কোন তারিখ নেই। এছাড়া প্যাকিং লিস্ট, সার্টিফিকেট অব অরিজিন এর কোন মূলকপি দাখিল করতে সক্ষম হয়নি। ফটোকপিতে অথোরাইজড স্বাক্ষর থাকেলেও কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছে তার কোন নাম বা পদবী উল্লেখ নেই যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ৩ নং বিবাদী ব্যাংকের নামে দাখিলকৃত এলসি ও স্বীকৃতিপত্র জাল।

২৫) DW-1 এর সাক্ষ্যমতে বাদী ব্যাংকের কর্মকর্তারা ৪ নং বিবাদীর সাথে যোগসাজসে জাল এলসি ও অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে কাগজপত্র তৈরি করে আইবিপি বিলের টাকা পরিশোধ করেন। বাদী ব্যাংক কোন বৈধ স্বীকৃতিপত্র বা সোনালী ব্যাংকের নিশ্চয়তা না পেয়েই উক্ত অর্থ পরিশোধ করে। ফলে তর্কিত লেনদেনের দায়

২ টাকা বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প ২ টাকা
দুই টাকা

পুরোপুরি বাদী ব্যাংকের নিজস্ব দায়িত্বে সংঘটিত হয়েছে, যাহাতে বিবাদীপক্ষের বক্তব্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়।

২৬) বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন, Uniform Customs and Practice for Documentary credit (UCPDC)-600 এর আর্টিকেল ৩৪ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের "Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2009" এর নির্দেশনা অনুযায়ী ভুয়া, জাল বা অস্তিত্বহীন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে গঠিত এলসি পরিশোধযোগ্য নয়। বাদীপক্ষের প্রদত্ত ডকুমেন্টগুলো এসব বিধান অনুযায়ী আইনত অগ্রহণযোগ্য।

২৭) সাক্ষী DW-1 এর সাক্ষ্য মতে, অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধান মোতাবেক ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা বা জামিনদাতা ব্যতীত অন্য কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সুযোগ নেই। ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এসব কোন শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত হয় না।

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
দুই টাকা

অতএব তাদের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অত্র মামলা আইনত অচল ও অগ্রহণযোগ্য। বিবাদীপক্ষের সর্বোপরি বক্তব্য হলো যে, বাদী ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ৪ নং বিবাদীর সাথে যোগসাজসে জাল এল সি কাগজপত্র তৈরি করে ব্যাংক অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এবং তাদের অবৈধ কর্মকান্ডের দায় ১-৩ নং বিবাদীর কোনভাবেই উপর বর্তায় না। বরং দায়ী কর্মকর্তাদের নিজস্ব উৎস হতে ক্ষতিপূরণ আদায় হওয়া উচিত।

২৮) উপরোক্ত উভয় পক্ষের সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণাদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায় তর্কিত এল.সি. (Letter of Credit) কি আইনানুগ উপায়ে ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ছিল, এবং এল.সি.-এর ইস্যুয়িং ব্যাংক হিসাবে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও এর আগারগাঁও শাখা (বিবাদী নং-১) উক্ত এল.সি. বিলের মূল্য পরিশোধে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ কিনা।

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

২৯) সাক্ষ্য প্রমানে প্রতীয়মান হয় যে, ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড তর্কিত এল.সি.-এর ইস্যুয়িং ব্যাংক, ৪-৬ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস কথিত এল.সি.-এর বেনিফিশিয়ারি, এবং বাদী ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড তথাকথিত এডভাইজিং/নেগোশিয়েটিং ব্যাংক। অন্যদিকে, ১-৩ নং বিবাদীর গ্রাহক মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স এল.সি.-এর আবেদনকারী হিসেবে উল্লেখিত। এল সি দৃষ্টে ১৭/১/২০১২ খ্রিঃ ও ৯/২/২০১২ খ্রি. তারিখে ২ টি স্থানীয় এলসি (যাহার নম্বর-4440412999014) ও (যাহার নম্বর-4440412999025) ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক ৪ নং বিবাদীর অনুকূলে উক্ত এল.সি. ইস্যু করে। তবে, ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ শুরু থেকেই তর্কিত এল.সি. ইস্যু হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। দাখিলকৃত এল.সি. ফরম এ আবেদনকারী হিসেবে মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স এর নাম থাকলেও, বাদীপক্ষ ইস্যুয়িং ব্যাংকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন আবেদনপত্র বা

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

সমর্থনকারী নথি দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এল.সি. খোলার আবেদনের সত্যতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়।

৩০) তর্কিত এলসি তে এলসি নম্বর, অংক, তারিখ ইত্যাদি থাকলেও ১-৩ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংকের রেকর্ডে এলসি খোলার ক্ষেত্রে প্রচলিত যে সকল বাধ্যতামূলক নথি থাকা দরকার তা কোনোটিই পাওয়া যায়নি। যেমন গ্রাহকের আবেদনপত্র (LC Application on letterhead), অফিস নোট, মাস্টার এলসি/ব্যাক-টু-ব্যাক রেফারেন্স, এলসি ওপেনিং রেজিস্টার, ডিসপ্যাচ রেজিস্টার, কমিশন/ভ্যাট আদায়ের রেকর্ড, এলসি এডভাইস বা স্বীকৃতিপত্র (Acceptance) কোনোটিই সোনালী ব্যাংকের নথিতে নেই। এসকল গুরুত্বপূর্ণ এলসি দলিলাদি ইস্যুয়িং ব্যাংকে না থাকাটা প্রমাণ করে যে, সোনালী ব্যাংকের নিয়মিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতে তর্কিত এলসি ইস্যু হয়নি, উহা জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা ২ টাকা
দুই টাকা

৩১) বাদীপক্ষ তাদের দাবীর পক্ষে এ মর্মে উল্লেখ করেছেন যে, তর্কিত এলসির আওতায় পণ্য যথাযথভাবে ও নির্ধারিত সময়ে ক্রেতা মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স এর ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করা হয়েছে। অপরদিকে, ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ এ দাবী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। বাদীপক্ষ পণ্য সরবরাহের প্রমাণস্বরূপ বেনিফিশিয়ারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস-এর লেটারহেড প্যাডে সৃজিত একটি ডেলিভারি চালান দাখিল করেছেন, যা প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারীর সাক্ষরযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তবে উক্ত ডেলিভারি চালান এর ফটোকপি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে কোনো ট্রাক নম্বর উল্লেখ নেই; পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠান বা তার প্রতিনিধির সাক্ষর অনুপস্থিত; ট্রাক চালক বা ড্রাইভারের কোনো সাক্ষর নেই। এছাড়া ক্রেতা মেসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স কর্তৃক উক্ত পণ্য গ্রহণের কোনো স্বাক্ষরিত রসিদ, গ্রহণপত্র, বা নথিগত প্রমাণ বাদীপক্ষ প্রদর্শন

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প

২ টাকা দুই টাকা

করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, এলসি শর্তানুযায়ী ট্রাক রিসিট এর মূলকপি দাখিল না করা এবং উক্ত ডেলিভারি চালানের তথ্যগত অসম্পূর্ণতা বিবেচনায় এই দলিলটি পণ্য পরিবহনের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য হওয়ার সুযোগ নেই। তদুপরি, পরিবহন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বেনিফিশিয়ারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্বভাবে ট্রাক/ডেলিভারি চালানে সাক্ষরিত হওয়া প্রমাণ করে যে, তথাকথিত পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়াটি প্রকৃত নয় বরং কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। ফলে উক্ত ডেলিভারি চালান/ট্রাক রিসিপ্ট জাল, জালিয়াতিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃজিত বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া ট্রাক রিসিপ্ট এর ফটোকপি দৃষ্টে দেখা যায় ২১/১/২০১২ তারিখে পন্য পরিবহন করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত পন্যের জন্য এলসি ওপেন করা হয়েছে ১৭/১/২০১২ তারিখে এবং ১২/২/২০১২ তারিখের ট্রাক রিসিপ্ট এর পন্য এর এলসি ওপেন করা হয়েছে ৯/২/২০১২। এল সি ওপেন করার পরে যাবতীয়

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পন্য পরিবহন করা হয়েছে ৩ দিনের মধ্যে যা অনেকটাই পন্য পরিবহনকে সন্দেহযুক্ত করে।

৩২) বাদীপক্ষের দাবী হলো যে, ১ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক (ইস্যুয়িং ব্যাংক) এলসি-সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট এবং পণ্য সরবরাহের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইপূর্বক যথাযথ নিয়মে acceptance (Letter of Acceptance) প্রদান করেছে। তবে, ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ এই দাবি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, নেগোশিয়েটিং ব্যাংক থেকে তারা কখনোই acceptance প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনো এলসি ডকুমেন্ট বা ডেলিভারি-সংক্রান্ত কাগজপত্র পাননি। বাদীপক্ষ যে দাবি করেছে উক্ত এলসি ডকুমেন্ট অফিসিয়াল ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ইস্যুয়িং ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়েছিল তার কোনো প্রমাণ তারা আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি। বরং ১-৩ নং বিবাদীপক্ষের দাবি,

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

বাদীপক্ষ সোনালী ব্যাংকের নাম ব্যবহার করে কথিত acceptance পত্র জালভাবে প্রস্তুত করেছে। বাদীপক্ষের দায়িত্ব ছিল প্রমাণ করা যে কথিত acceptance পত্রটি সোনালী ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরযুক্ত এবং এটি প্রকৃত ও বৈধ দলিল। কিন্তু রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৩৩) সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ, নথি, ব্যাখ্যাপত্র, ব্যাংকিং আইন বিধান, UCP-600, বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন ইত্যাদি পর্যালোচনায় আদালতের নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত এলসি সমূহ (যাহার নম্বর-4440412999014 ও 4440412999025) নিয়মিত ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় ইস্যু হয়নি; ৪ নং বিবাদী বাদী ব্যাংক ও ১ নং বিবাদীর ব্যাংকের অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তাদের পারস্পরিক যোগসাজসক্রমে

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা
২ টাকা

এলসি সংক্রান্ত সকল নথি যেমনঃ Acceptance, Advice, Delivery Challan, Truck Receipt, Invoice- সবই জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজন করিয়া ৪-৬ নং বিবাদীপক্ষ বাদী ব্যাংক হতে এলসি এর বিলের টাকা উত্তোলন পূর্বক উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৪) বাদীপক্ষের ও ৪-৬ নং বিবাদীপক্ষের দাবি অনুযায়ী, ১-৩ নং বিবাদীগণের গ্রাহক প্রতিষ্ঠান মসার্স গ্রিন প্রিন্টার্স এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ নং বিবাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আগারগাঁও শাখা, ঢাকা ৪ নং বিবাদী মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস-এর অনুকূলে তর্কিত এলসি ইস্যু করে। এলসি-সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট বাদীপক্ষ (নেগোশিয়েটিং ব্যাংক) প্রাপ্ত হয়ে যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে তা সঠিক প্রমাণিত হলে, তারা উক্ত বিলটি একসেপ্টেন্সের জন্য ইস্যুয়িং ব্যাংকের (বিবাদী নং ১) নিকট প্রেরণ করে। বাদীপক্ষের ও ৪-৬ নং বিবাদীপক্ষের দাবি, যেহেতু ১ নং বিবাদী ব্যাংক বিলটি যাচাই

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
দুই টাকা

শেষে acceptance প্রদান করেছেন, তাই বিল পরিশোধের দায় স্বয়ং ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের উপর বর্তায়। বাদীপক্ষের আরও বক্তব্য, পণ্য প্রকৃতপক্ষে সরবরাহ করা হয়েছে কি হয়নি এ বিষয়টি অত্র মামলার মূখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়, কারণ একবার বিলের একসেপ্টেন্স প্রদান করা হলে ইস্যুয়িং ব্যাংক বিল পরিশোধে বাধ্য থাকে। তাঁদের এই দাবির সমর্থনে বাদীপক্ষ BRPD Circular No. 09, dated 30.08.2000 এবং UCPDC 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)-এর অনুচ্ছেদ ৩৪ উদ্ধৃত করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে একবার কোনো ব্যাংক বিল একসেপ্ট করলে নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত বিল পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।

৩৫। অন্যদিকে, ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন যে তর্কিত এলসি সম্পূর্ণরূপে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট, ফলে উক্ত লেনদেন থেকে ইস্যুয়িং ব্যাংকের (১-৩ নং বিবাদী) উপর কোনো

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

দায় আইনত সৃষ্টি হয়নি। উক্ত এলসি সমূহের তথ্য ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের নিকট নেই বলে এই বিবাদীপক্ষ দাবী করেন। এছাড়া বাদীপক্ষ থেকে বিবাদীর উক্ত দাবী খন্ডনের জন্য এমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি বা এমন কোন ডকুমেন্ট উপস্থপন করা হয়নি যাতে এটা প্রমানিত হবে যে, উক্ত এলসি সমূহ যথাযথভাবে সঠিক প্রক্রিয়ায় ওপেন করা হয়েছিল এবং যথাযথভাবে অনুমোদন গ্রহন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায় অত্র মামলায় ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক কি বাদী ব্যাংকের দাবিকৃত বিল মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকবে?

৩৬) সাক্ষ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত এলসি প্রকৃতপক্ষে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে ইস্যু করা হয়েছিল। এলসি-সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস যেমন Letter of Acceptance, Offer Letter, Bill of Exchange, Proforma Invoice, Ges Contract Agreemenঃ-সবই

২ টাকা
বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
দুই টাকা
২ টাকা

ভুয়া ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট। এর মাধ্যমে ৪-৬ নং বিবাদী বাদী ব্যাংক হতে বিলের টকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। যেহেতু পুরো এলসি লেনদেনটি প্রতারণা ও জালিয়াতিপূর্ণ, তাই উক্ত লেনদেন থেকে ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের উপর কোনো দায় বর্তায় না। UCPDC-600-Gi Article 34 অনুসারে-"A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, nor for the general or particular conditions stipulated in a document." অর্থাৎ, যদি এলসি-সংক্রান্ত ডকুমেন্টসমূহ ভুয়া বা জাল হয়, তবে ইস্যুয়িং ব্যাংকের উপর সেই বিলের দায় আরোপ করার কোনো সুযোগ থাকে না।

৩৭) এ বিষয়ক Sonali Bank Ltd Vs. Delta Spinners Ltd and Ors [Lex/BDAD/2014/2017] মামলায় মহামান্য

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

আপীল বিভাগ প্রদত্ত রায় ও সিদ্ধান্ত প্রাসঙ্গিক। ঐ মামলাতে সোনালী ব্যাংক লি, হোটেল শেরাটন শাখা আপীলকারী ছিলো। উক্ত মামলায় Delta Spinners Ltd and Ors ছিল পন্য সাপ্লাইয়ার এবং আলোচিত Hallmark Fashion Ltd ছিল পার্সেজার এবং অগ্রনী ব্যাংক লি. সহ আরো অন্যান্য ব্যাংক ছিল নেগোটিয়েটিং ব্যাংক। এক্ষেত্রেও সাপ্লাইয়ার কর্তৃক পন্য সঠিকভাবে ডেলিভারি হয়েছে মর্মে কাগজপত্র দাখিল করায় নেগোশিয়েটিং ব্যাংক সাপ্লাইয়ার কে বিল পেমেন্টে করে এবং উহা এল সি ইস্যুয়িং ব্যাংক (সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন শাখা) বরাবর ফরোয়ার্ড করে বিল মূল্য নেগোশিয়েটিং ব্যাংক কে পরিশোধের অনুরোধ করে। পরবর্তীতে এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংক উক্ত বিল মূল্য আর re-imburse (পরিশোধ) করে নি। এল সি ইস্যুয়িং ব্যাংক হতে বিল মূল আদায়ে ব্যর্থ হয়ে নেগোশিয়েটিং ব্যাংক (অগ্রনী ব্যাংক লি) এল

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

সি সুবিধাভোগী আপীল মামলার প্রতিপক্ষ Delta Spinners Ltd কে উহা পরিশোধের জন্য চাপ দেয়। যেকারনে উবষঃধ Spinners Ltd 5210/2013 নং রিট মামলা দায়ের পূর্বক এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংক কর্তৃক তর্কিত এল সি বিল নেগোশিয়েটিং ব্যাংক কে পরিশোধ এর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রার্থনা করেন। সোনালী ব্যাংক লি. উক্ত মামলায় হাজির হয়ে প্রতিযোগিতা করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ইস্যুয়িং ব্যাংক কে বিল পরিশোধের নির্দেশ দিলেও, আপীল বিভাগ রায়ে বলেন যে, । Since the discripency has been alleged in respect of the bills of the goods under the letters of credit which allegedly have been obtained by practicing fraud in collusion with the beneficiary and others involved therein and since civil and criminal cases are pending in respect of the

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

concerned disputed bills the High Court Division has no jurisdiction to deal with the same under judicial review.] যেহেতু তর্কিত এলসি প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ইস্যু হয়েছিল এবং এ সংক্রান্তে ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল, সেহেতু হাইকোর্টের নির্দেশনা অবৈধ ও এখতিয়ারবহির্ভূত। ফলে ইস্যুয়িং ব্যাংককে বিল পরিশোধে বাধ্য করা যায় না।

৩৮) উপরোক্ত সিভিল আপীল মামলায় আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে মহামান্য আপীল বিভাগ বাদীপক্ষের দাবিকৃত " Once acceptance of documents takes place, the matter is closed and the L/C issuing Bank is precluded from raising any issue of non-payment of bill" নীতি কে অগ্রাহ্য করেছে। যেহেতু ইহা সুস্পষ্টতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, অভিযোগকৃত রপ্তানি বিলের

২ টাকা বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প ২ টাকা
দুই টাকা

বিপরীতে লেটার অব অ্যাকসেপ্টেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ৪ নং বিবাদী বাদী ব্যাংক পক্ষের সহিত যোগসাজসক্রমে যে এলসি-সংক্রান্ত কাগজাদি সংগ্রহ করেছেন, তা পরস্পর যোগসাজশপূর্ন ও জাল/প্রতারণাপূর্ণ; এবং এ কারণেই এলসি ইস্যুয়িং ব্যাংক কে কোনভাবেই দায়ী করা যাবে না এবং ১ নং বিবাদী ব্যাংক তর্কিত এলসি বিল মূল পরিশোধে বাধ্য নন বলে আমি বিবেচনা করি।

৩৯) উক্ত আপীল মামলায় বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে" বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (Regulatory Body) হিসেবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি-সংক্রান্ত কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিলের বিপরীতে কোনো অর্থ পরিশোধ বা পুনঃঅর্থপ্রদান (re-imburse) করতে আইনত বা নীতিগতভাবে সক্ষম নয়। অতএব, অত্র মামলায়ও বাদী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বিল মূল্য ফেরত পাওয়ার দাবি আইনত টেকসই নয়।

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

৪০) আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তর্কিত এলসি ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর অধীনে "ঋণগ্রহীতা" হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা। এ প্রসঙ্গে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লি. বনাম মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি. ও অন্যান্য (Civil Appeal No. 393/2018) মামলায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, " So the purported acceptance of LC documents and confirmation to pay the bill on maturity as has been asserted by the plaintiff invariably does not come within the ambit of loan as we found from the definition of loan and if it is so then there is no earthly reason to maintain the suit against this appellant classifying it as any borrower. Though the learned judge disposed of the said issues in

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

favour of the plaintiff, what she described and found is absolutely beyond the relevant provision of the Artha Rin Adalat Ain 2003. Even such claim can never be sustained in view of section 6(5) of Artha Rin Adalat Ain 2003 as well." এলসি লেনদেনের ক্ষেত্রে, যেখানে কোনো প্রকৃত ঋণ বিতরণ বা ডিসবার্সমেন্ট হয়নি এবং এলসি ডকুমেন্টসমূহ জালিয়াতিপূর্ণ, সেখানে ইস্যুয়িং ব্যাংকের উপর অর্থঋণ আদালত আইন অনুসারে কোনো দায় আরোপ করা যায় না। অতএব, এ মামলায়ও ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংককে দায়বদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই।

৪১) এছাড়া, সোনালী ব্যাংক লি. ও প্রাইম ব্যাংক লি. কর্তৃক দায়েরকৃত (Civil Petition Nos. 2486/2019 I 3914/2018) মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ ২২/০৫/২০২৩ তারিখে প্রদত্ত

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
দুই টাকা

রায়ে একই অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে কথিত ঋনের সাথে হলমার্ক গ্রুফ জড়িত ছিল। ঐ রায়ে আপীল বিভাগ বলেন যে যেহেতু তর্কিত ঋণ বা এলসি প্রতারণার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল, তাই ইস্যুয়িং ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক উভয়ের উপরই বিল পরিশোধের দায় আরোপ করা যায় না। মহামান্য আপীল বিভাগ রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, "No doubt this is an unprecedented financial scam---the bank money are public money deposited by the commoners and as such it's a fraud upon the public and accordingly stern action against the pesons involved in the fraudulent activities must be taken in accordance with law"

৪২) উপরোক্ত দুইটি আপীল বিভাগের সিদ্ধান্তের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, বর্ণিত আর্থিক কেলেঙ্কারির দায় ১-৩ নং বিবাদী

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

ইস্যুয়িং ব্যাংক বা তাদের কর্মকর্তাদের উপর অর্থঋণ আদালত আইন অনুসারে আরোপযোগ্য নয়। বরং, প্রতারণা ও জালিয়াতিতে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনের অধীনে বিচার প্রক্রিয়া চলমান থাকা ন্যায্য ও আইনসঙ্গত।

৪৩) পরিশেষে, ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী "প্রমাণের দায়" (Burden of Proof) সম্পূর্ণভাবে বাদীপক্ষের উপর বর্তায়। বাদীপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে তর্কিত ঋণ বা এলসি লেনদেন কোন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছিল এবং তাতে বিবাদীগণের দায় কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু বাদী ব্যাংক নেগোশিয়েটিং/অ্যাডভাইজিং ব্যাংক হিসেবে তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংকের দায় সৃষ্টির যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি, সেহেতু যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় ১-৩ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষের দাবি আইনীভাবে অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রমাণিত।

২ টাকা বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প ২ টাকা
দুই টাকা

৪৪) বাদীপক্ষের দাখিলকৃত দলিলপত্রসমূহ পর্যালোচনা করিয়া প্রতীয়মান হয় যে, ৪-৬ নং বিবাদীর অনুরোধক্রমে একটি ভুয়া একসেপ্টেন্স (Letter of Acceptance) এর প্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক একটি বিল ক্রয় করে, যার মূল্য ছিল ২১,২৯,৫৭৫/- (একুশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত পচাত্তর) টাকা ও ২১,২৯,৯২৫/- (একুশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত পঁচিশ)। উক্ত বিলের অর্থ ১৯,১৬,০০০/- (উনিশ লক্ষ ষোল হাজার টাকা) ও ১৯,১৬,০০০/- (উনিশ লক্ষ ষোল হাজার টাকা) বাদী ব্যাংক ৪ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস"-এর নামে রক্ষিত চলতি হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত IBP Statement পর্যালোচনায় উক্ত লেনদেনের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ আরও দাবি করেন যে, উক্ত বিল ক্রয়ের সময় ৪ নং বিবাদী পক্ষে ৫-৬ নং বিবাদী সিকিউরিটি হিসাবে একাধিক চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

Promissory Note, Letter of Indemnity, Letter of Disbursement, Letter of Revival, Letter of Contiunity, Letter of Undertaking, Letter of Hypothecation of Goods to Secure a Demand Cash Credit/Overdraft/Loan Account ইত্যাদি। তদুপরি, বাদী ব্যাংকের নিকট হতে ৪ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স নয়নতারা টেক্সটাইল মিলস" এর নামে ৫-৬ নং বিবাদী এলসি নং-৪৪৪০৪১২৯৯০১৪ তাং ১৭/১/২০১২ এর বিপরীতে লোন নং-191CL46122320501 এর মাধ্যমে ২১,২৯,৫৭৫ টাকা ও এলসি নং-৪৪৪০৪১২৯৯০২৫ তাং ৯/২/২০১২ এর বিপরীতে লোন নং-191CL46122320504 এর মাধ্যমে ২১,২৯,৯২৫/- টাকা লোন গ্রহন করেন এবং প্রদর্শনী-৯ দৃষ্টে দেখা যায় যে, ৪ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে ২৩/১/২০১২ ও ১৩/২/২০১২ তারিখে ১৯,১৬,০০০/- ও ১৯,১৬,০০০/- মোট ৩৮,৩২,০০০/- টাকা

২ টাকা বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প ২ টাকা
দুই টাকা

ডিসবার্স হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৪-৬ নং বিবাদীপক্ষ ৩৮,৩২,০০০/- টাকা বাদী ব্যাংকের নিকট হতে গ্রহণ করেছে, সে বিষয়ে কোনো পক্ষের মধ্যে বিরোধ বা সন্দেহ পরিলক্ষিত হয় না। সাক্ষ্য ও দাখিলীকৃত দলিলসমূহ পর্যালোচনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অর্থ ৪-৬ নং বিবাদী প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে উত্তোলন করেন এবং পরবর্তীতে তা আত্মসাৎ করেন। সুতরাং অত্র আদালতের সুচিন্তিত মতামত হলো তর্কিত ঋন আদায়যোগ্য হইবে একমাত্র ৪-৬ নং বিবাদী হতে। ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক কে কোনভাবেই তর্কিত ঋনের জন্য দায়ী করা যাবে না।

এমতাবস্থায় বাদীর আরজি, দাখিলী জবাব, সাক্ষীর জবানবন্দি, জেরা ও নথি পর্যালোচনায় বাদী আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার দাবীকৃত টাকা শুধুমাত্র ৪-৬ নং বিবাদীর নিকট হতে পাওনা রয়েছে মর্মে আনীত দাবী বাদীপক্ষ সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বাদীপক্ষ আইনতঃ প্রতিকার পেতে হকদার। উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বিচার্য

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের অনুকূলে পরিবর্তিত আকারে নিষ্পত্তি করা হলো।

মামলায় প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মামলাটি ১-৩ এবং ৪-৬ নং বিবাদী এর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে খরচাসহ গত বিগত ৩১/০১/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৯৮,৪১,৫৩৮.২৬/- (আটানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা ২৬ পয়সা) টাকার ডিক্রী হলো।

বাদীপক্ষ শুধুমাত্র ৪-৬ নং বিবাদী এর নিকট হতে বিগত ১২/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অর্থাৎ মামলা দায়েরের তারিখ হতে উক্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান আইন বা বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ বা ক্ষেত্রমতে, মুনাফাসহ প্রাপ্ত হবে। বাদীপক্ষ ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক থেকে কোন টাকা প্রাপ্য হইবেন না।

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

৪-৬ নং বিবাদী কে রায় প্রচারের ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকূলে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালতযোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করতে পারবে।

মামলা চলাকালীন বিবাদীপক্ষ যদি কোনো টাকা পরিশোধ করে থাকে তা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হল।

আমার নিজ হস্তে টাইফকৃত ও সংশোধিত

স্বা/-অপাঠ্য
(মোহাম্মদ আশিকুর রহমান)
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত নং-৬, ঢাকা।

স্বা/-অপাঠ্য
(মোহাম্মদ আশিকুর রহমান)
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত নং-৬, ঢাকা।

মোঃ আবুল হাসান
অনুলিপিকারক
অনুলিপি বিভাগ
জেলা ও দায়রা জজ আদালত ঢাকা

তুলনাকৃত
মোঃ রবিউল আলম
তুলনা সহকারী
অনুলিপি বিভাগ
জেলা ও দায়রা জজ আদালত

দুই টাকা
বাংলাদেশ কোর্ট ফি

০২/৭/২৫ ০২/৭/২৫ ০২/৭/২৫ ০৫/৭/২৫ ০৫/৭/২৫

কোর্ট ফি ২/- সঠিক আছে।
০৫/৭/২৫

বাংলাদেশ ফরম নং- ৩২৬৬ রুজুর তারিখঃ ১৭/০২/২০২১৭ইং

হাইকোর্ট ফরম নং (জে) ২৬ক
শুদ্ধ টাকার ডিক্রি।
(দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৩৪ ধারা)

জিলা-ঢাকা
মোকাম-জজ, অর্থঋণ আদালত নং-৬, ঢাকা।

অর্থঋণ মোকদ্দমা নং-৫২৭/২০২৫

Dutch-Bangla Bank Limited, having its head office at SenaKalyan Bhaban (3rd, 4th & 10th Floors). 195, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Dutch-Bangla Bank Limited, Bijoynagar Branch having its Address at 180-181 Shahid Sayed Nazrul Islam Sharani (1& 2nd Floor), Bijoynagar, Dhaka.

.....PLAINTIFF

-VS-

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

1. The Manager Sonali Bank Limited. Agargaon Branch Agargaon, Dhaka
2. Sonali Bank Limited. Represented by its Managing Director Having its Head office at 35-42.44Motijheel C/A, Dhaka-1000
3. Managing Director Sonali Bank Limited. Having its Head office at 35-42.44Motijheel C/A, Dhaka-1000
4. M/s. Navantara Textile Mills Represented by its Managing Partner 150 Motijheel C/A, Nahar Mention (2nd Floor) Room No. C-2. Dhaka-1000.
5. Md. Moshiur Rahman Son of Md. Mijanur Rahman Managing Partner M/s.

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

Nayantara Textile Mills 150 Motijheel C/A, Nahar Mention (2nd Floor) Room No. C-2, Dhaka-1000. AND 143, Uttar Goran, P.S. Khilgaon, District- Dhaka

6. Md. Mostafijur Rahman Son of Md. Mijanur Rahman Managing Partner M/s. Nayantara Textile Mills 150 Motijheel C/A, Nahar Mention (2nd Floor) Room No. C-2, Dhaka-1000. AND 143, Uttar Goran, P.S. Khilgaon, District- Dhaka.

7. Md. Moslem uddin Son of Late Moinuddin Ahmed Executive officer, ID No. 4197 Principal officer, Sonali Bank Limited Ramna, Dhaka And 272/ka/1, West

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
দুই টাকা

Agargaon, Dhaka And vill-North Madrasha, P.o-Kashem Gor P.S. charfashion, Dist- Bhola.

8. Md. Abul kalam Matubber Son of Late Nur Mohammad Matubber Executive officer, ID No. 4742, Principal officer, Sonali Bank Limited, Ramna, Dhaka And House-04, Road-08, Janita House, Agangaon, And vill-Khayen Danga, P.0 - Murshidabad, Dist. Madaripur.

.....DEFENDANTS/GURANTORS

-দাবীবাবদ-

SUIT FOR RECOVERY OF MONEY SUIT VALUED AT TK. 98,41,538.26 (TAKA

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

NINETY EIGHT LAC FORTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY EIGHT AND PAISA TWENTY SIX ONLY AS ON 31.01.2017.

এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, জজ অর্থঋণ আদালত নং- ৬, ঢাকা।

সমক্ষে বাদী পক্ষে নিরুপম পন্ডিত অপু (এ্যাডভোকেট)

ও প্রতিবাদী পক্ষে শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোঃ আনোয়ার মিয়া (এ্যাডভোকেট)

সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া হুকুম ও ডিক্রী হইল যে, অত্র মামলাটি ১-৩ এবং ৪-৬ নং বিবাদী এর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে খরচাসহ গত বিগত ৩১/০১/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৯৮,৪১,৫৩৮.২৬/-

দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প
২ টাকা
দুই টাকা

(আটানব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ টাকা ছাব্বিশ পয়সা) টাকার ডিক্রী হলো।

বাদীপক্ষ শুধুমাত্র ৪-৬ নং বিবাদী এর নিকট হতে বিগত ১২/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ অর্থাৎ মামলা দায়েরের তারিখ হতে উক্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান আইন বা বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সুদ বা ক্ষেত্রমতে, মুনাফাসহ প্রাপ্ত হবে।

বাদীপক্ষ ১-৩ নং বিবাদী ব্যাংক থেকে কোন টাকা প্রাপ্য হইবেন না। ৪-৬ নং বিবাদী কে রায় প্রচারের ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকূলে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালতযোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করতে পারবে। মামলা চলাকালীন বিবাদীপক্ষ যদি কোনো টাকা পরিশোধ করে থাকে তা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হল।

স্বা/-জজ

অর্থঋণ আদালত-৬, ঢাকা।

এই মোকদ্দমার খরচা বাবদ মবলগে ৬০,৮০০/- টাকা বিবাদী পক্ষে হইতে আদায়ের তারিখ তক শতকরা বার্ষিক টাকা হারে সুদ সহিত বাদী কে আদায় দেন।

অদ্য সন ২০২৬ সালের (১) ০২/০৪ তারিখের আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

১, এই স্থলে রায়ের তারিখ লিখিবেন।

স্বা/-জজ
০৬/৪/২৬
অর্থঋণ আদালত-৬, ঢাকা।

স্বা/-অপাঠ্য
আর্জিতে বর্ণিত বাদী ও বিবাদীর নাম
ঠিকানা যথাযথ।

দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন

বাংলাদেশ অনুলিপি স্ট্যাম্প

দুই টাকা

"মোকদ্দমার খরচ"

বাদী **টাকা।**

১।	আরজির নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প-	৫৭,৫০০/-
২।	ওকালতনামার নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প-	৩০/-
৩।	দরখাস্ত এবং এফিবেভিটের নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প-	১২০/-
৪।	একজিবিটের খরচ, ১৮৯১ সালের ব্যাঙ্কার্স বুক্‌স্ এভিডেন্স এ্যাক্ট অনুসারে গৃহীত নকলের খরচসহ-	×
৫।	টাকার উপর উকিলের রসুম-	৩০০০/-
৬।	উপস্থিত হইবার নিমিত্তে সাক্ষীর খোরাকী ও যাতায়াত খরচ (হাকিম অনুমতি করিলে পক্ষের খরচসহ)-	×
৭।	পরওয়ানা জারীর খরচ-	২০/-
৮।	কমিশনারের ফিস্-	০/-
৯।	ডেমি কাগজ-	০/-
১০।	নথি পাঠানোর খরচ-	১৩০/-
১১।	কার্যবিধি আইন এবং সিভিল রুলস্ এন্ড অর্ডার্স অনুসারে অন্যান্য খরচ-	×
১২।	মূলতবী খরচ যাহা নগদ দেওয়া হয় নাই (অবস্থানানুসারে যোগ করিতে কি বাদ দিতে হইবে)-	×
	মোট ঃ	৬০,৮০০/-

বাংলাদেশ অনুলিপি ষ্ট্যাম্প

২ টাকা

দুই টাকা

প্রতিবাদী টাকা।

১।	ওকালতনামার ষ্ট্যাম্প-	৩০/-
২	দরখাস্ত এবং এফিবেডিটের নিমিত্ত ষ্ট্যাম্প-	১০০/-
৩।	একজিবিটের খরচ, ১৮৯১ সালের ব্যাঙ্কার্স বুক্স এভিডেন্স এ্যাক্ট অনুসারে গৃহীত নকলের খরচসহ-	×
৪।	উকিলের রসুম-	৩০০০/-
৫।	সাক্ষীর খোরাকী ও যাতায়াত খরচ (হাকিম অনুমতি করিলে পক্ষের খরচসহ)-	×
৬।	পরওয়ানা জারীর খরচ-	/-
৭।	কমিশনারের ফিস্-	×
৮।	ডেমি কাগজ-	১০০/-
৯।	নথি পাঠানোর খরচ-	×
১০।	কার্যবিধি আইন এবং সিভিল রুলস্ এন্ড অর্ডাস অনুসারে অন্যান্য খরচ-	×
১১।	মূলতবী খরচ যাহা নগদ দেওয়া হয় নাই (অবস্থানানুসারে যোগ করিতে কি বাদ দিতে হইবে)-	×
	মোট ঃ	৩২৩০/-

মোঃ আবুল হাসান
অনুলিপিকারক
অনুলিপি বিভাগ
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

তুলনাকারী

মোঃ রবিউল আলম
অনুলিপি বিভাগ
জেলা ও দায়রা জজ আদালত
ঢাকা